03 Feburary 2026

কবরের ব্যাপারাদী সহজ নয়

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

কবরের ব্যাপারাদী সহজ নয়

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত 6
লোহার মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি 7
অহংকার থেকে বাঁচুন! 9
কর্মফল ভোগ করতেই হবে..... 10
সিন্দুকে আগুন জ্বলে উঠল..... 11
বরযখ কাকে বলে...?..... 13
আলমে বরযখ দুনিয়াবি জীবনের ফলাফল 13
সাত মাথাওয়ালা ভয়ংকর সাপ..... 14
কবর প্রথম মঞ্জিল 15
অজ্ঞাত উপদেশকারী 16
কবরের বিষয়টি সহজ নয় 17
কবরের আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য..... 19
গুনাহের আযাবের চিত্র 19
বেদনাদায়ক আযাব 21
হারাম দেখা ও শোনার আযাব..... 22
কবর জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত হবে 24
গোপনে গুনাহ করার শাস্তি..... 25

গুনাহ অবশেষে গুনাহই 26
আজ আমলের সময়..... 28
মানুষের দুটি ঘর রয়েছে..... 28
কবর আলোকিত করার কাজ..... 29
সদকা কবর আলোকিত করে..... 30
অনুদানের প্রতি উৎসাহ 31

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا

হে লোকেরা! নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(ফিরদাউসুল আখবার, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা: ৪৭১, হাদীস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আজ শা'বানুল মুয়াজ্জমের ১৫তম রাত অর্থাৎ শবে বরাত। ★ অত্যন্ত বরকতময় ★ মহিমান্বিত ★ কল্যাণময় রাত। ★ আজকের রাতে দোয়া কবুল হয় ★ রুজি বণ্টন করা হয় ★ এবং সারা বছরের রিযিকের ফয়সালা আজকের রাতে হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: যখন শা'বানের মধ্য রজনী (অর্থাৎ ১৫তম রাত) আসে

তখন এই রাতে কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) করো, দিনে রোযা রাখো। নিশ্চয়ই এই রাতে সূর্য ডোবার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তাঁর শান অনুযায়ী দুনিয়ার আসমানে তাজাল্লি বর্ষণ করেন এবং ইরশাদ করেন: ★ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِیْ فَاَغْفِرَ لَهٗ আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব ★ اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ আছে কি কেউ রিযিক প্রার্থনাকারী যে, তাকে রিযিক দান করব ★ اَلَا مُبْتَلٰى فَاُعَافِيَهٗ আছে কি কেউ বিপদগ্রস্ত যে, আমি তার বিপদ দূর করে দেব, আছে কি কেউ এমন, আছে কি কেউ এমন? সুবহে সাদিক পর্যন্ত এভাবেই ঘোষণা হতে থাকে।

(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ২২৫, হাদীস: ১৩৮৮)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত

আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আজকের রাতের গুরুত্ব দেয়ার তৌফিক দান করুক। হাদীস শরীফ অনুযায়ী, এই রাতে বনু কালব গোত্রের ছাগলের পশমের সংখ্যার সমান গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৮৪, হাদীস:৩৮৩৭)** বনু কালব আরবের একটি গোত্র ছিল, কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই লোকেরা প্রচুর ছাগল পালন করত।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুস সালাত, ১২৯৯ নং হাদীসের পাদটিকা, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৯)

سُبْحٰنَ اللّٰه! একটি ছাগলের শরীরে কত পশম থাকে, কে তা গুনতে পারে? জানা গেল আজ রাতে হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নয় বরং কোটি কোটি মানুষের মাগফিরাত করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১০ জন হতভাগা এমন রয়েছে, যাদের এই রাতেও ক্ষমা হয় না: (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত (২) মা-

বাবার অবাধ্য (৩) ব্যভিচারে লিপ্ত (৪) সম্পর্ক ছিন্নকারী (৫) ছবি অঙ্কনকারী (৬) এবং চোগলখোর। **(ফাযায়েলুল আওকাত, বাবু ফি লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান, পৃষ্ঠা:৩৩, হাদীস: ৩৬)** (৭) গণক (৮) জাদুকর (৯) অহংকারের সাথে পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধানকারী (১০) মুসলমানের প্রতি শরীয়তের অনুমতি ছাড়া বিদ্বেষ পোষণকারী (অর্থাৎ অন্তরে শত্রুতা গোপনকারী) ব্যক্তিও এই রাতে ক্ষমার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। **(প্রিয় নবীর মাস, পৃষ্ঠা: ১১)**

আল্লাহ পাক যেন আজকের এই বরকতময় রাতের উসিলায় আমাদের সবাইকে মাগফিরাত দান করুক ★ খাঁটি তাওবার তৌফিক দান করুক ★ গুনাহের প্রতি ঘৃণা প্রদান করুক ★ নেক কাজের আধিক্য দান করুক ★ আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি আজ রাতে আমাদের সবার নসীব করে দিক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লোহার মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করি। হযরত মারসাদ বিন হাওশাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত ইউসুফ বিন আমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁর কাছে এক অদ্ভুত ব্যক্তি বসে ছিল, যার চেহারার কিছু অংশ লোহার ছিল। সেই ব্যক্তি নিজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলল: আমার যৌবনের দিনগুলোতে একবার আমাদের এলাকায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল (প্রচুর মানুষ মরতে লাগল)। আমি ভাবলাম আমি বৃশ্চিক বা কবর খননকারী হয়ে যাই

(অর্থাৎ কবর খোঁড়ার কাজ করে নিই)। সুতরাং আমি কবর খনন করতে লাগলাম। একবার মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় ছিল, আমি কবর খনন করে তৈরি করলাম এবং পাশেই বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে জানাযা এসে গেল, আমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করলাম, উপরে মাটি দিলাম এবং সব লোক নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। আমি তখনো সেখানেই ছিলাম, হঠাৎ উটের মতো বিশাল আকৃতির দুটি বড় বড় সাদা পাখি এল এবং এই নতুন কবরের কাছে নামল। এখন একটি পাখি তার মাথার দিকে ছিল, অন্যটি পায়ের দিকে ছিল। তারা উভয়ে কবর খনন করলো এবং একটি পাখি কবরের ভেতরে নামল। আমি খুবই অবাক হয়ে বসে এই সব দৃশ্য দেখছিলাম। সেই পাখিটি মৃতকে এক জোরদার থাপ্পড় মারল এবং বলল: তুমি কি সেই, যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতে এবং তা অহংকারের সাথে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে শ্বশুরালয়ে যেতে? সেই মৃত ব্যক্তি চিৎকার করে উঠল: হায়...!! আমি এটা সহ্য করার শক্তি রাখি না। ইতিমধ্যে সেই পাখিটি এমন এক জোরদার থাপ্পড় মারল যে, লাশের তেল, পানি বেরিয়ে গেল এবং কবরে বইতে লাগল। তারপর তাকে পুনরায় আসল অবস্থায় আনা হলো। পাখিটি আবার বলল: তুমি কি সেই নও, যে জাঁকজমকপূর্ণ কাপড় পরে অহংকারের সাথে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে শ্বশুরালয়ে যেতে? এটা বলে সে আবার এক জোরদার আঘাত করল। এভাবেই তিনবার তাকে মারল।

ইতোমধ্যে সেই পাখিটির নজর আমার উপর পড়ল এবং সে তার সাথের পাখিটিকে বলল: আল্লাহ একে লাঞ্ছিত করো, একে দেখো! এ কোথায় বসে আছে। এটা বলে সে আমাকেও এক থাপ্পড় মারল। এমন জোরদার থাপ্পড় ছিল যে, আমি সারারাত অজ্ঞান ছিলাম। সকালে যখন

জ্ঞান ফিরল তখন না সেখানে পাখি ছিল, না কবরে কিছু দেখা যাচ্ছিল। সেই নতুন কবরটিও সাধারণ কবরের মতোই মনে হচ্ছিল। এই আমার চেহারার যে অবস্থা তুমি দেখছ, এটা সেই পাখির থাপ্পড়েরই প্রভাব।

(মাওসুয়াতু ইবনে আবী দুনিয়া, কিতাবুল কুবুর, খণ্ড:৬, পৃষ্ঠা:৭৫-৭৯, সংখ্যা:৯৮)

অহংকার থেকে বাঁচুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা একটু চিন্তা করি! এটা কত কঠিন আযাব ছিল, এক একটি থাপ্পড় এত জোরদার ছিল যে, লাশ গলে বয়ে গেল, তাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলো, আবার থাপ্পড় মারা হলো। মনে রাখবেন! কবরের আযাব সত্য, আল্লাহ যেন পাক আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুক امین। আমরা নিজেদের ব্যাপারে ভাবি, আল্লাহ না করুক! যদি আমাদের এমন মার মারা হয়, তবে কি আমরা সহ্য করতে পারব? কখনোই না, কত কঠিন কষ্টের ব্যাপার হবে...!! এই আযাব কাকে দেওয়া হচ্ছিল? সেই বান্দাকে যে অহংকার করত।

আল্লাহ পাক আমাদের এই মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখো, অহংকার অত্যন্ত কঠিন গুনাহ, হারাম **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, খণ্ড:২৩, পৃষ্ঠা:৬১৪)**, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিছু লোকের অভ্যাস থাকে, যখন শ্বশুরালয়ে যায় ★ তখন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আলাদাই হয়ে থাকে ★ অকারণে মেজাজ দেখায় ★ খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য ব্যাপারে কথা শোনায় ★ নিজেদের জন্য বিশেষ আয়োজনের দাবি করে। এটা ভালো কথা নয় এবং যদি এমন আচরণ অহংকারের নিয়তে হয় তবে তো গুনাহের দরজাও খুলে যেতে পারে। তাই আমাদের উচিত যে,

★ শ্বশুরালয় হোক বা নিজের ঘর ★ দোকান হোক বা অফিস ★ গলি-মহল্লা হোক বা বাজার, মোটকথা আমরা যেখানেই থাকি, অহংকার থেকে বাঁচি, শুধুই বিনয় অবলম্বন করি। বিনয় অবলম্বন করলেই আমরা সম্মান পাব। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। **(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, পৃষ্ঠা: ১০০২, হাদীস: ২৫৮৮)** এর বিপরীতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অহংকারীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। হাদীস শরীফে রয়েছে: কিয়ামতের দিন অহংকারীদের মানুষের আকৃতিতে পিঁপড়ার মতো ওঠানো হবে, সব দিক থেকে তাদের উপর লাঞ্ছনা ছেয়ে থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামের বুলাস নামক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে এবং বিশাল আগুন তাদের গ্রাস করে তাদের উপর প্রবল হবে, তাদের طِيْنَةُ الْخَبَال অর্থাৎ জাহান্নামীদের পুঁজ পান করানো হবে।

(তিরমিযী, পৃষ্ঠা:৫৯০, হাদীস: ২৪৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কর্মফল ভোগ করতেই হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই দুনিয়ায় এসেছি, এখন আমাদের মরতেই হবে, কবরে নামতেই হবে এবং নিজের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। আমরা যতই চেষ্টা করি, হাজার উপায় অবলম্বন করি, যত ইচ্ছা পালাই, আমরা নিজের আমল থেকে রেহাই পাব না, আমাদের নিজের কর্মের ফলাফলের মুখোমুখি হতেই হবে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ﴿۳۸﴾

(পারা ২৯, সূরা মুদ্দাসির, আয়াত ৩৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের মধ্যে বন্ধনীকৃত।

জানা গেল প্রতিটি ব্যক্তি নিজের আমলের ভিত্তিতে আবদ্ধ, যে এই দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে, তাকে কবরে নামতে হবে এবং নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

সিন্দুকে আগুন জ্বলে উঠল

বলা হয়: এক বাদশাহ ছিল, যখন তার শেষ সময় এল তখন সে তার ছেলেদের ডাকল এবং এক অদ্ভুত ওসিয়ত করল। বলতে লাগল: যখন আমি মারা যাব তখন লোহার একটি কফিন বানাবে, তারপর আমার লাশকে এই কফিনে রেখে আরেকটি লোহার সিন্দুকে রেখে দেবে, তারপর এই সিন্দুকটিকে দাফন করবে না বরং একটি ঘরে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, যাতে আমি কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাই (অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য ছিল যে, না আমি কবরে নামব, না সেখানকার সংকীর্ণতা ও ভয়ের মুখোমুখি হতে হবে, না কবরের আযাব সহ্য করতে হবে)।

ছেলেরা ওসিয়ত অনুযায়ী কাজ করল। যখন বাদশাহর ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন লোহার কফিন বানানো হলো, তার ভেতরে বাদশাহর লাশ রেখে, সেই কফিনটিকে লোহার আরেকটি বড় সিন্দুকে রাখা হলো, তারপর সেই সিন্দুকটিকে শিকল (Chain) ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘর বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবার যখন রাত হলো তখন হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে কিছু আওয়াজ আসতে লাগল, ছেলেরা ঘরের দিকে

দৌঁড়ালো, দরজা খুলল, দেখল যে, সিন্দুক নড়ছে। তারা সিন্দুক নিচে নামাল, খুলল তো এটা দেখে অবাক হয়ে গেল যে, সিন্দুকের ভেতরে কফিন আছে, সেই কফিনের ভেতরে বাদশাহর লাশের উপর এক ভয়ংকর সাপ বসে আছে এবং তার মুখমণ্ডল কামড়াচ্ছে। (বাহ্যত বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, সিন্দুকের ভেতরে যাওয়ার কোনো রাস্তা, কোনো ছিদ্র নেই, তবুও এই সাপ ভেতরে কীভাবে গেল...!! যাই হোক!) বাদশাহর ছেলেরা সেই সাপটিকে বাইরে বের করে মেরে ফেলল, সিন্দুক আবার বন্ধ করল এবং আগের মতো ঘরে ঝুলিয়ে দিল।

এই রাত তো যেভাবে হোক কোন রকম কেটে গেল। পরের রাতে আবার ঘর থেকে আওয়াজ আসতে লাগল, ছেলেরা আবার ঘর খুলল, দেখল যে সিন্দুক নড়ছে। সুতরাং সিন্দুক নামানো হলো, এখন খুলল তো আগের সাপের চেয়েও বড় সাপ বাদশাহর বুকে বসে ছিল, বড়ই আশ্চর্য হলো, তারা আবার সেই সাপটিকে বাইরে বের করল এবং মেরে ফেলল, সিন্দুক আবার বন্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

এই দ্বিতীয় রাতও কোনভাবে কেটে গেল। তৃতীয় রাত হলো, ঘর থেকে আবার আওয়াজ আসা শুরু হলো, ছেলেরা দরজা খুলল, সিন্দুক নিচে নামিয়ে তা খুলল তো (ভয়ে তাদের জ্ঞান হারানোর অবস্থা যে,) লোহার সিন্দুক, তার ভেতরে একটি কফিন, বাইরে থেকে সিন্দুক একদম ঠিকঠাক কিন্তু সেই কফিনের ভেতরে ভয়ংকর আগুন জ্বলছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তারা বুঝে গেল যে, কবরের আযাব থেকে কোনোভাবেই মুক্তি নেই। সুতরাং তারা বাদশাহর লাশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কবরে দাফন করে দিল। **(সিলওয়াতুল আরেফিন, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:২৩১)**

বরযখ কাকে বলে...?

বাদশাহ যার ঘটনা আমরা শুনলাম, সে ধোঁকায় ছিল। সে মনে করেছিল যে, আমি কবরে না নামলে নিজের গুনাহের আযাব থেকে বেঁচে যাব। অথচ এমনটি মোটেই নয়। বরযখ তো মৃত্যু থেকে নিয়ে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত সময়ের নাম। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَمِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তাদের সম্মুখে একটা বাধা রয়েছে ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

★ এখন এই (অর্থাৎ মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল) মাটির নিচে অতিবাহিত করলে তা কবর ★ কাউকে সিংহ বা অন্য কোনো প্রাণী ছিঁড়েখুঁড়ে খেলে তা তার কবর গণ্য হবে ★ কেউ সাগরে ডুবে গেলে সেটাই কবর মনে করা হবে ★ মোটকথা মৃত্যুর পর মানুষ যেখানেই থাকুক ★ যে অবস্থায়ই থাকুক, আল্লাহ পাক এই ক্ষমতা রাখেন যে, তাকে তার আমলের প্রতিদান বা শাস্তি দেবেন। অতএব আলমে বরযখও সত্য এবং সেখানকার প্রতিদান বা শাস্তির বিষয়টিও একদম সত্য।

আলমে বরযখ দুনিয়াবি জীবনের ফলাফল

হে আশিকানে রাসূল! আলমে বরযখে আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। সেখানে প্রত্যেকের ঠিকানা এই দুনিয়ায় করা আমল অনুযায়ী হবে। যে এই দুনিয়ায় নেককার, তাকে বরযখের জীবনে ★ সম্মান ★ মর্যাদা ★ এবং শান্তি ও আরামে রাখা হবে। আর যে এই

দুনিয়ায় ★ গুনাহগার ★ নামায কাযাকারী ★ রমযানুল মোবারকের রোযা ত্যাগকারী ★ মা-বাবাকে কষ্ট প্রদানকারী ★ মুসলমানদের কষ্ট প্রদানকারী ★ দাঁড়ি মুণ্ডনকারী বা এক মুষ্ঠির কমকারী ★ সুদী লেনদেনকারী বা কেনা-বেচায় ওজনে কম প্রদানকারী, বরযখের জীবনে তার অবস্থা খুব খারাপ হবে। হায়! যদি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত রয়ে যাই তবে কবরে আগুনও জ্বলতে পারে, সাপ-বিচ্ছুও আস্তানা গড়তে পারে, আমাদের এই সুন্দর শরীর পোকা-মাকড়ের খোরাকও হতে পারে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا

(পারা ১৬, সূরা ত্ব -হা, আয়াত ১২৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে আমার স্মরণে বিমুখ হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবনযাপন।

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: এই আয়াতে করীমায় সংকুচিত জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য কবরের আযাব। **(তাফসিরে বাগভী, পারা:১৬, সূরা:ত্বহা, ১২৪নং আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা:১৪৫)** অর্থাৎ ★ যে এই দুনিয়ায় গুনাহগার ★ যে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে ★ কুরআন ও সুন্নাত থেকে ★ নেক কাজ থেকে ★ নামায রোযা থেকে বিমুখ হয়, তার জন্য কবরে সংকুচিত জীবন হবে।

সাত মাথাওয়ালা ভয়ংকর সাপ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একদিন প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে আমার

مَعِيْشَةً ضَنْكًا
(পারা ১৬, সূরা ত্ব -হা, আয়াত ১২৪)

স্মরণে বিমুখ হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবনযাপন।

অতঃপর ইরশাদ করলেন: তোমরা কি জানো সংকুচিত জীবন কী? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রাসূলই ভালো জানেন। ইরশাদ করলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য কবরের আযাব, যা অমুসলিমকে দেওয়া হবে। ঐ সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ! কবরে অমুসলিমের উপর ৯৯টি تَنِيْن চাপিয়ে দেওয়া হবে। তোমরা কি জানো تَنِيْن কী? এগুলো হলো ৯৯টি সাপ, এদের মধ্যে প্রতিটি সাপ সাত মাথাওয়ালা হবে। এই ৯৯টি সাপ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। **(আহওয়ালুল কুবুর, পৃষ্ঠা: ৯৫)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! কত ভয়ংকর দৃশ্য হবে...!! সাত মাথাওয়ালা ভয়ংকর সাপ এবং শুধু একটা দুইটা নয় বরং মোট ৯৯টি সাপ হবে। اَللّٰه! اَللّٰه! এটা কত ভয়ংকর দৃশ্য। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করো। বিশ্বাস করুন! কবরের বিষয়টি সহজ নয়।

কবর প্রথম মঞ্জিল

বর্ণিত আছে: কবর প্রতিদিন ৭ বার ডাকে এবং এই ঘোষণা দেয়:
➢ হে দূর্বল মানুষ! আমার মধ্যে আসার পূর্বে, এই দুনিয়ার জীবনেই নিজের প্রতি দয়া করো! নিশ্চয়ই যখন তুমি আমার মধ্যে আসবে, তখন যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও তবে আমি তোমার প্রতি দয়া করব, তুমি আমার মধ্যে আনন্দ দেখবে এবং যদি তুমি নিজের প্রতি দয়া

না করো, আমিও তোমার প্রতি করব না। ➢ (হে দুর্বল মানুষ!) ★ আমি পোকা-মাকড়ের ঘর এবং এর সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লাঞ্ছনাও আছে ★ আমি নির্জনতা ও একাকীত্বের ঘর, এর সাথে তীব্রতা ও কঠোরতাও আছে ★ আমি পিপাসার ঘর, এর সাথে ভয়ংকর অন্ধকারও আছে ★ আমি সংকীর্ণতার ঘর, এর সাথে ভয়ংকর বিচ্ছুও আছে। ★ হে আদম সন্তান! সাবধান! দুনিয়ার জীবন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে! নিশ্চয়ই তোমাকে আমার মধ্যে আসতে হবে ★ আমি আখিরাতের মঞ্জিলগুলোর মধ্যে প্রথম মঞ্জিল, যদি তুমি আমার থেকে মুক্তি পেয়ে যাও তবে প্রতিটি ভয়ংকর পর্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। ★ হে আদম সন্তান! আমি গযবের স্থান ★ আমি কোনো যুবকের যৌবনের প্রতি ★ কোনো ছোটর ছোট্ট হওয়ার প্রতি এবং কোনো বৃদ্ধের বার্ধক্যের প্রতি দয়া করি না। হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমি তার প্রতি দয়া করি না, যে স্বয়ং নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে না। **(বুস্তানুল ওয়ায়েযিন, ইজাতুন লিন-নাবী, পৃষ্ঠা:১৫৪)**

অজ্ঞাত উপদেশকারী

হযরত সালমা বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার এক ব্যক্তি কোথাও দিয়ে যাচ্ছিল, সে একটি কবর দেখল, এই কবরটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বানানো হয়েছিল। সেই ব্যক্তির কাছে কবরের গঠন (ওপরে লাগানো সুন্দর টাইলস ইত্যাদি) খুব ভালো এবং মনোরম লাগল। সে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তা দেখতে লাগল। যখন রাত হলো, সে ঘুমাল তো তার স্বপ্নে কেউ এল, সে উপদেশ দিয়ে আরবির এই কবিতাগুলো পড়ল:

اَعْجَبَكَ الْقَبْرُ وَحُسْنُ الْبِنَاءِ | وَالْجِسْمُ فِيْهِ قَدْ حَوَاهُ الْبَلٰى

فَاسْئَلِ الْاَمْوَاتَ عَنْ حَالِهِمْ | يُنْبِئُكَ عَنْ ذَالِكَ ذِهَابُ الْحُلِيْ

ব্যাখ্যা: তোমাকে কবর এবং তার সুন্দর গঠন অবাক করেছে অথচ এর ভেতরে রাখা শরীর বিপদ ও আযাবে ঘিরে আছে, মৃতদের তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করো! তারা তোমাকে জানাবে যে, তাদের ইজ্জত ও শান-শওকত কোথায় চলে গেছে...!!

(মাওসুয়াতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল কুবুর, খণ্ড:৬, পৃষ্ঠা:১২০, সংখ্যা: ২৬৭)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা সত্য যে, উপর থেকে কবরকে যতই সুন্দর বানানো হোক না কেন কিন্তু এর ভেতরের অবস্থা সেই জানতে পারে, যে এর ভেতরে আছে।

কবরের বিষয়টি সহজ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমাদের সামনে মানুষকে মরতে দেখি কিন্তু মনে রাখবেন! মরা সহজ নয় ★ আমরা আমাদের হাতে মৃতকে কাফন পরিয়ে থাকি, কাফন পরানো সহজ, কিন্তু পরা সহজ নয় ★ আমরা জানাযায় কাঁধা দিয়ে থাকি কিন্তু জানাযার খাটিয়ায় শুয়ে ৪ কাঁধে আরোহন হওয়া সহজ নয় ★ আমরা অনেককে কবরে নামিয়ে থাকি মনে রাখবেন! কবরে নামানো সহজ, কিন্তু কবরে নামা সহজ নয়। বিষয়টি আসলেই খুব কঠিন। একটু কল্পনা তো করুন! যেমনটি তুলার স্তূপে কাঁটাযুক্ত ডাল রেখে এক ঝটকায় টেনে নেওয়া হয়, তেমনি আমাদের শরীর থেকে রূহ টেনে নেওয়া হবে, আমাদের শরীরের প্রতিটি লোমকূপ ব্যথা ও কষ্টে থাকবে, কষ্টও কেমন...? এক হাজার তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশি তীব্র...!! তারপর এই করুণ অবস্থায় আমাদের কেউ খোঁজ নেওয়ার মতোও থাকবে না, আমাদের ★ মা-বাবা ★ সন্তান ★ ভাই-

বোন ★ আত্মীয়-স্বজন ★ আমাদের আবদার পূরণকারীরা শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকবে ★ কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারবে না ★ সবাই দেখতেই থাকবে ★ আমরা কাউকে নিজের কষ্ট বর্ণনাও করতে পারব না, হায়! আমাদের চারপাশে কান্নাকাটি চলছে আর আমরা কারো সাথে কথাও বলতে পারব না ★ আমাদের মাল ★ আমাদের সম্পদ ★ আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স ★ আমাদের গাড়ি ★ আমাদের অট্টালিকা ★ আমাদের বাংলো ★ আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা ★ আমাদের পদ ও মর্যাদা ★ আমাদের ডিগ্রি সব কিছু দুনিয়াতেই রয়ে যাবে ★ আমাদের শরীরে পরিহিত কাপড়ও খুলে নেওয়া হবে ★ সাদা কাফন পরিয়ে দেওয়া হবে ★ অতঃপর আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা ★ আবদার পূরণকারীরা ★ স্বয়ং নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে শুইয়ে দিয়ে ★ নিজেদের হাতে মণ মণ মাটি চাপা দিয়ে ফিরে আসবে ★ আমরা তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে থাকব কিন্তু আমরা তাদের ডাকতে পারব না, আহ! ★ এই কষ্ট, যে এমন কষ্ট আগে কখনো আসেনি ★ এই একাকীত্ব, যে এমন একাকীত্ব আমরা কখনো সম্মুখীন হইনি ★ এই ভয়, যে এমন ভয় কখনো দেখিনি, অতঃপর এখানেই শেষ নয়...!! ★ এখনো এই আঘাতের পর আঘাত চলছেই ★ নতুন ঘরে এখনো এসে কিছুটা স্থিরও হয়নি ★ এখনো এই একাকীত্বের অভ্যাসও হয়নি ★ রূহ বের হওয়ার কষ্টে কিছুটা কমতিও হয়নি যে, হঠাৎ কবরের দেয়ালগুলো কাঁপতে শুরু করবে, ২ জন ফেরেশতা কবরের দেয়াল চিরে কবরে পৌঁছে যাবে এবং অত্যন্ত কঠোর স্বরে আমাদের প্রশ্ন করা শুরু করে দিবে, হায়! যদি আমরা এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে না পারি, হায়! হায়! যদি আমরা কবরের পরীক্ষায় সফল হতে না পারি তবে আমাদের কবরে জাহান্নামের

আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, আযাব চাপিয়ে দেওয়া হবে, হায়! আমাদের কী হবে? কোথায় যাব? কাকে সাহায্যের জন্য ডাকব?

কবরের আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন, সৌভাগ্যবান সেই, যে কবরে শান্তিতে থাকল এবং যার কবরে পাকড়াও হয়ে গেল, সে অত্যন্ত লোকসানে আছে। আলমে বরযখে গুনাহগারদের কতটা কঠিন আযাব হয়, আসুন! শিক্ষার জন্য কয়েকটি রেওয়ায়েত শুনি:

গুনাহের আযাবের চিত্র

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন ফজরের নামায পড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরলেন এবং ইরশাদ করলেন: রাতে আমার নিকট ২ জন ফেরেশতা উপস্থিত হলো এবং আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে গেল। আমি এক ফেরেশতাকে দেখলাম, যার হাতে বড় পাথর ছিল এবং তার সামনে এক ব্যক্তি ছিল। ফেরেশতা পাথর তার মাথায় মারছিল যার ফলে মগজ বেরিয়ে এক দিকে গড়িয়ে পড়ছিল এবং পাথর অন্যদিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এ কে? ফেরেশতারা বলল: সামনে চলুন! ★ সামনেও এক ফেরেশতাকে দেখলাম যে, তার সামনে পড়ে থাকা ব্যক্তির কখনো ডান এবং কখনো বাম চোয়াল লোহার শলাকা দিয়ে চিড়ে কান পর্যন্ত নিয়ে আসছিল। আমি বললাম: এ কে? ফেরেশতারা বলল: সামনে চলুন! ★ আমি সামনে অগ্রসর হলাম তো রক্তের এক নদী দেখলাম যা হাঁড়ির মতো টগবগ করছিল, তাতে উলঙ্গ লোকজন ছিল এবং নদীর কিনারে ফেরেশতারা

তাদের হাতে মাটির ঢিলা নিয়ে উপস্থিত ছিল। যে-ই নদী থেকে বাইরে উঁকি দিত, তাকে তারা ঢিলা মারত যার ফলে সে আবার নদীতে পড়ে যেত এমনকি এর তলায় পৌঁছে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? ফেরেশতারা বলল: সামনে অগ্রসর হোন! ★ আমি সামনে অগ্রসর হলাম তো এক ঘর দেখলাম যার নিচের অংশ উপরের চেয়ে বেশি সংকীর্ণ ছিল, এতেও উলঙ্গ লোকজন ছিল যাদের নিচে আগুন জ্বলছিল এবং এত দূর্গন্ধ আসছিল যে, আমি তা থেকে বাঁচার জন্য নিজের নাক ধরে নিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? ফেরেশতারা বলল: সামনে চলুন! ★ সামনে অগ্রসর হলাম তো দেখলাম যে, একটি কালো টিলার উপর কিছু পাগল লোক রয়েছে এবং তাদের পেছনের রাস্তায় আগুন ফুঁকে দেওয়া হচ্ছে, যা তাদের মুখ, নাক, চোখ এবং কান দিয়ে বের হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? আমাকে বলা হলো: সামনে চলুন! ★ আমি সামনে অগ্রসর হলাম তো আগুনভরা এক ভূগর্ভস্থ কারাগার দেখলাম, যার উপর এক ফেরেশতা নিযুক্ত ছিল, এই আগুন থেকে যে-ই বের হতো ফেরেশতা তার পেছনে লাগত এমনকি তাকে আবার সেখানেই ফেলে দিত।

অবশেষে এই সমস্ত ভয়ংকর দৃশ্য সম্পর্কে জানানো হলো যে, ওই (প্রথম) ব্যক্তি যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হচ্ছিল যে, মগজ এক দিকে এবং পাথর অন্যদিকে গিয়ে পড়ছিল, সে ইশার নামায পড়ত না এবং অন্যান্য নামায সময় অতিবাহিত করে পড়ত, তাকে জাহান্নামে ফেলা পর্যন্ত এভাবেই মারা হতে থাকবে এবং ওই (দ্বিতীয় ব্যক্তি) যার চোয়াল লোহার শলাকা দিয়ে চিড়া হচ্ছিল এটা তাদের আযাব, যারা মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদ ছড়াত এবং চোগলখোরি করত, তাদেরও এই আযাব

ক্রমাগত হতে থাকবে এমনকি জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে এবং ওই (তৃতীয় ব্যক্তি) যার মুখে পাথর ঢোকানো হচ্ছিল, সে সুদখোর, তারও জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত এই আযাব হতে থাকবে আর ওই (চতুর্থ দৃশ্য যেখানে আপনি উলঙ্গ লোকদের দেখলেন সেই) উলঙ্গ লোকেরা ব্যভিচারী ছিল এবং যে দূর্গন্ধ আসছিল তা তাদের লজ্জাস্থানের ছিল, তাদেরও জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেওয়া হতে থাকবে এবং (পঞ্চম দৃশ্যে) যে পাগল ব্যক্তিদের আপনি দেখলেন, তারা লুত সম্প্রদায়ের মতো নোংড়া কাজ সম্পাদনকারী ও কারীনি ছিল, তারাও জাহান্নামে ফেলা পর্যন্ত এই আযাবে গ্রেফতার থাকবে এবং (ষষ্ঠ স্থানে সেই) আগুনভরা ভূগর্ভস্থ কারাগার জাহান্নাম ছিল। **(তারিখে দামেস্ক, খণ্ড:১৯, পৃষ্ঠা: ৪৫১)**

বেদনাদায়ক আযাব

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ★ আমার গমন এক এমন দস্তরখানার পাশ দিয়ে হলো, যার উপর ভাজা মাংস ছিল কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না এবং সামনে দ্বিতীয় দস্তরখানায় পঁচা গলা দূর্গন্ধযুক্ত মাংস ছিল, যা অনেক লোক খাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: জিবরাঈল এরা কারা? আরয করলেন: এরা আপনার উম্মতের সেই লোক, যারা হালাল ছেড়ে হারামের দিকে অগ্রসর হত। ★ অতঃপর আমি সামনে বাড়লাম তো এমন লোক দেখলাম যাদের পেট ঘরের মতো বড় বড় ছিল, তাদের মধ্যে কেউ দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে অধঃমুখে পড়ে যেত এবং বলত: হে আমার প্রতিপালক! কিয়ামত কায়েম করো না। আমি আল্লাহর দরবারে তাদের চিৎকার শুনলাম তখন হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা

করলাম এরা কারা? বললেন: এরা আপনার উম্মতের সুদখোর। ★ তারপর কিছু সামনে অগ্রসর হলাম তখন এমন লোক নজরে এল যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো ছিল এবং তাদের মুখ খুলে তাদের অঙ্গার খাওয়ানো হচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? আরয করলেন: এরা আপনার উম্মতের সেই লোক, যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ খেত। ★ তারপর সামনে গিয়ে কিছু নারী দেখলাম, যারা তাদের স্তনের উপর ঝুলে ছিল, আমার জিজ্ঞাসায় হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام জানালেন যে, এরা ব্যভিচারী নারী। ★ তারপর সামনে অগ্রসর হলাম তখন এমন লোক দেখলাম, যাদের পার্শ্বদেশ থেকে মাংস কেটে তাদের খাওয়ানো হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল: খাও যেভাবে নিজের ভাইয়ের মাংস খেতে। আমি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام জানালেন: এরা গীবতকারী, দোষ অন্বেষণকারী। **(দালায়িলুন নবুওয়াহ, খণ্ড:২, পৃষ্ঠা: ৩৯০-৩৯৩)**

হারাম দেখা ও শোনার আযাব

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, একদিন ফজরের নামাযের পর রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি এবং তা সত্য তাই একে ভালোভাবে বুঝে নাও! এক আগন্তুক এল এবং আমার হাত ধরে এক দীর্ঘ প্রশস্ত পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল: এতে আরোহন করুন। সুতরাং আমি এবং সেই সাথী পাহাড়ে চড়লাম। ★ তারপর আমরা সামনে চললাম তো কিছু পুরুষ ও নারী নজরে এল যাদের চোয়াল কাটা ছিল, আমার জিজ্ঞাসায় সে জানাল: এরা সেই লোক, যারা এমন কথা বলত যার উপর নিজেরা আমল করত না। ★ আমরা আরও সামনে চললাম তখন এমন পুরুষ ও নারীকে

দেখলাম যাদের চোখ ও কানে পেরেক বিদ্ধ করা ছিল, আমার জিজ্ঞাসায় জানানো হলো যে, তাদের চোখ তা দেখত যা দেখা উচিত নয় এবং কান তা শুনত যা শোনা উচিত নয়। ★ তারপর কিছু সামনে গেলাম তখন এমন নারী দেখলাম, যাদের গোড়ালির রগ দিয়ে বেঁধে উল্টো লটকানো হয়েছিল এবং সাপ তাদের স্তনে দংশন করছিল, জানানো হলো যে, এরা নিজের সন্তানদের দুধ পান করাত না। ★ কিছু আরও সামনে চললাম তখন পুরুষ ও নারীদের উল্টো ঝুলে থাকতে দেখলাম, যারা গরম পানি চাটছিল, আমার জিজ্ঞাসায় পাশের লোকটি জানাল যে, এরা রোযা রেখে সময়ের আগেই ইফতার করে নিত। ★ তারপর সামনে চললাম তখন এমন নারী ও পুরুষ দৃষ্টি গোচর হল যারা অত্যন্ত কুৎসিত, নোংড়া পোশাক এবং দূর্গন্ধযুক্ত ছিল, আমার জিজ্ঞাসায় জানানো হলো যে, এরা ব্যভিচারী পুরুষ এবং ব্যভিচারী নারী। ★ তারপর খুব বেশি ফোলা এবং অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত মৃতদের পাশ দিয়ে গমন হলো, জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? জানানো হলো: এরা কাফের মৃতদেহ। **(মু'জামুল কবির, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮৫, হাদীস: ৭৫৬৩)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রেওয়ায়েতগুলোর প্রতি একটু শিক্ষার নজরে চিন্তা করুন! কত ভয়ংকর দৃশ্য, কোথাও সেই ব্যক্তি যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হচ্ছে ★ কারোর চোয়াল লোহার শলাকা দিয়ে কাটা হচ্ছে ★ কিছু লোককে হাঁড়ির মতো ফুটন্ত পানির নদীতে ডুবানো হচ্ছে ★ কারোর শরীরে আগুন ফুঁকে দেওয়া হচ্ছে ★ কাউকে পঁচা, দূর্গন্ধযুক্ত মাংস খাওয়ানো হচ্ছে ★ কাউকে অঙ্গার খাওয়ানো হচ্ছে ★ কেউ এমন যে, তাদেরই পার্শ্বদেশ থেকে মাংস কেটে তাদেরই খাওয়ানো হচ্ছে। এগুলো কি এমন আযাব যা আমরা সহ্য করতে

পারব...!! হায়! কার সাহস আছে, কে এমন শক্তি রাখে....!! কিন্তু আফসোস! ★ আমরা শোধরাই না ★ আমরা ভয় পাই না ★ গুনাহ ও অবাধ্যতার বিষয় হোক ★ আরাম-আয়েশ এবং অনর্থক কাজের কথা হোক তবে আজ এবং এখনই তৈরি, যদি তাওবার কথা আসে তবে টালবাহানা শুরু করে দিই। হায়! আমাদের যদি খোদাভীতি নসীব হতো, হায়! কবর ও আখিরাতের চিন্তা নসীব হতো।

কবর জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত হবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো কারণ কবর প্রতিদিন ডেকে বলে: ★ আমি অপরিচিতির ঘর ★ আমি একাকীত্বের ঘর ★ আমি মাটির ঘর ★ এবং আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। যখন মুমিনকে কবরে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে: সু-স্বাগতম, তুমি আমার পিঠের উপর বিচরণকারীদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলে এবং এখন তুমি আমার ভেতরে এসেছো, এখন তুমি আমার ভালো আচরণ দেখ, তারপর কবর তার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আর যখন কোনো গুনাহগার বা অমুসলিম ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন কবর বলে: তোমার জন্য কোনো সম্ভাষণ নেই, তুমি আমার পিঠের উপর বিচরণকারীদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলে এবং এখন তুমি আমার ভেতরে এসেছো, এখন নিজের সাথে আমার আচরণ দেখ! তারপর কবর তার উপর নিজের ঘেরাও সংকীর্ণ করে দেয় এবং তার পাঁজরের হাড় একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। আরও ইরশাদ

করলেন: আল্লাহ পাক তার উপর ৭০ হাজার অজগর (অর্থাৎ বড় সাপ) নিযুক্ত করে দেন, যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো একটিও জমিনে ফুঁ দেয় তবে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত কখনো কিছু জন্মাবে না, সেই অজগরগুলো এই মৃতকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّار অর্থাৎ: কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত।

(তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা: ৫৮৪, হাদীস: ২৪৬০)

গোপনে গুনাহ করার শাস্তি

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি চাঁদের শুরুর রাতগুলোতে কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি এক ব্যক্তিকে কবর থেকে বের হতে দেখলাম, সে শিকল টানছিল। তারপর আমি দেখলাম যে, আরেক ব্যক্তি সেই শিকল ধরে আছে। এই দ্বিতীয় জন বাইরে বের হওয়া ব্যক্তিকে নিজের দিকে টানল এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দিল। তারপর আমি তাকে সেই মৃতকে মারতে দেখলাম এবং মৃত বলছিল: আমি কি নামায পড়তাম না? আমি কি অপবিত্রতার গোসল করতাম না? আমি কি রোযা রাখতাম না? তখন সেই প্রহারকারী উত্তর দিল: হ্যাঁ! কেন নয় (তুমি সত্যিই এই কাজ তো করতে) কিন্তু যখন তুমি নির্জনে গুনাহ করতে তখন আল্লাহ পাককে ভয় করতে না।

(আয যাওয়াজির, ভূমিকা, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা: ৩০)

একই ধরনের আরেকটি ঘটনা হযরত ইব্রাহিম তাইমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য বেশি বেশি

কবরস্থানে যাতায়াত করতাম। এক রাতে আমি কবরস্থানে ছিলাম যে, আমার ঘুম এসে গেল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে একটি খোলা কবর দেখলাম এবং এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম: এই শিকল ধরো এবং এর মুখে ঢুকিয়ে এর লজ্জাস্থান দিয়ে বের করো! তখন সেই মৃত বলতে লাগল: হে প্রতিপালক! আমি কি কুরআন পড়তাম না? আমি কি তোমার সম্মানিত ঘরের হজ্ব করতাম না? তারপর সে একইভাবে একের পর এক নেকী গুনতে লাগল। তখন আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম: তুমি মানুষের সামনে এই আমলগুলো করতে কিন্তু যখন তুমি একান্তে থাকতে তখন অবাধ্যতার মাধ্যমে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করতে এবং আমাকে ভয় পেতে না। **(আয যাওয়াজির, ভূমিকা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা:৩০)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! হে আশিকানে রাসূল! কল্পনা করুন! কে আছে যে, এমন বিপজ্জনক আযাব সহ্য করতে পারে...!! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কারোরই সেই সাহস হবে না কিন্তু আফসোস! আমরা ভয় পাই না, উদাসীনতায় পড়ে থাকি, অলসতা করি, মানুষকে লজ্জা পেয়ে যদিও গুনাহ ছেড়ে দিই, খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকি কিন্তু একান্তে সেই গুনাহের বাজার গরম হয় যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِیْظ...!!

গুনাহ অবশেষে গুনাহই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ গোপনে করা হোক বা মানুষের সামনে করা হোক, গুনাহ তো অবশেষে গুনাহই এবং আল্লাহ পাক তাঁর অবাধ্যতা করা বান্দাদের উপর কঠোর গযব করেন। লক্ষ্য করুন! এরা সেই লোক ছিল, যারা বাহ্যিকভাবে তো নেককার ছিল কিন্তু গোপনে গুনাহ করত এবং এক আমরা আছি যে, প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়াই এবং একটুও

লজ্জা পাই না, আমাদের কী হবে? হায়! একটু ভাবুন তো! যদি এভাবেই গুনাহ করতে করতে কবরে নেমে যাই এবং আমাদের উপর আযাব চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা কী করব? যদি সাপ-বিচ্ছু কাফন ছিঁড়ে আমাদের শরীর দখল করে নেয় তবে কোথায় যাব? কবরের দেয়ালের সাথে মিশতেই আমাদের পাঁজরের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায় তবে কেমন তীব্র কষ্ট হবে? একটা পাথরের আঘাত তো সহ্য হয় না, যদি ফেরেশতারা হাতুড়ি বর্ষণ শুরু করে দেয় তবে এই নরম হাড়গুলোর কী হবে?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হে গুনাহগার! তুমি গুনাহের খারাপ পরিণামের প্রতি কেন ভয়হীন? অথচ গুনাহের অন্বেষণে থাকা গুনাহ করার চেয়েও বড় গুনাহ। ★ তোমার ডান, বাম দিকের ফেরেশতাদের লজ্জা না করা এবং গুনাহের উপর অটল থাকাও অনেক বড় গুনাহ অর্থাৎ তাওবা করা ছাড়া তোমার গুনাহের উপর অটল থাকা এর চেয়েও বড় গুনাহ। ★ তোমার গুনাহ করে নেওয়ায় খুশি হওয়া এবং অট্টহাসি দেওয়া এর চেয়েও বড় গুনাহ অথচ তুমি জানো না যে, আল্লাহ পাক তোমার সাথে কী আচরণ করবেন? ★ এবং তোমার গুনাহে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যথিত হওয়া এর চেয়েও বড় গুনাহ। গুনাহ করার সময় প্রবল বাতাসে দরজার পর্দা উঠে গেলে তুমি ভয় পাও কিন্তু আল্লাহ পাকের সেই দৃষ্টিকে ভয় পাও না যা তিনি তোমার উপর সর্বদা রাখেন, তোমার এই কাজ এর চেয়েও বড় গুনাহ। **(আয যাওয়াজির, ভূমিকা, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬)**

আজ আমলের সময়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনো আমরা জীবিত আছি, আজ আমাদের নিকট সময় আছে, আমরা তাওবা করে পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করাতে পারি, নেক কাজ করে কবর আলোকিত করার ব্যবস্থা করতে পারি। যদি এই নিশ্বাসের মালা ছিঁড়ে যায়, রূহ শরীর থেকে বের করে নেওয়া হয় তবে অনুশোচনা ছাড়া কিছুই হাতে আসবে না। বলা হয়: কোনো মৃতকে স্বপ্নে দেখা গেল তো সে বলল: مَا عِنْدَكُم اَكْثَرُ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ مَا عِنْدَنَا اَكْثَرُ مِنَ الْحَسْرَةِ অর্থাৎ তোমরা জীবিত লোকেরা অনেক বেশি উদাসীনতায় আছো এবং আমরা যারা কবরে নেমে গেছি, আমরা অনেক বেশি আক্ষেপে আছি। **(আহওয়ালুল কুবুর, ফসলু মা জাআ ফিল কাশফ, পৃষ্ঠা: ৬৮)**

মানুষের দুটি ঘর রয়েছে

হে আশিকানে রাসূল! এই আক্ষেপ এবং লজ্জার সময় আমাদের উপর আসার আগে, আমাদের উচিত কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের ২টি ঘর রয়েছে। (১): একটি সেই ঘর যা মাটির উপরে আছে (২): দ্বিতীয় সেই ঘর, যা মাটির নিচে আছে। মানুষ মাটির উপরের ঘর সাজাতে গোছাতে লেগে থাকে, তাতে ঠান্ডা গরম থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে কিন্তু এই চিন্তায় মাটির নিচের ঘর খারাপ করে বসে, তারপর তার নিকট আগন্তুক এসে যায় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় হয়ে যায়), তাকে বলা হয়: একটু বল তো এই ঘর যাকে তুমি খুব সাজিয়েছো গুছিয়েছো, এতে কত দিন থাকবে? বান্দা বলে: আমি জানি না...!! তারপর বলা হয়: আর যেই ঘরকে তুমি খারাপ করে নিয়েছো (অর্থাৎ কবর) তাতে কত দিন থাকতে

হবে, বান্দা বলে: সেটাই তো আসল ঠিকানা। তখন বলা হয়: তুমি এই কথার স্বীকারও করছো (তবুও তুমি কবরের জন্য কিছু করোনি) তুমি কি বুদ্ধিমান...!! **(আহওয়ালুল কুবুর, পৃষ্ঠা: ২৪৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবতা এটাই, আমরা এই দুনিয়ায় কত দিন আছি, আমরা জানি না, শীঘ্রই, অতি শীঘ্রই আমাদের অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে, তারপর সেখানে আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। বুদ্ধিমান সেই, যে এই দুনিয়ায় থেকে কবরের প্রস্তুতি নেয়, যে এটা করে না বরং দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে থাকে, সে বড়ই হতভাগা, অচিরেই তাকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

কবর আলোকিত করার কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উপর আবশ্যক যে, কবর আলোকিত করার কাজ করা এবং কবরে আযাবের কারণ হওয়া কাজগুলো থেকে বাঁচতে থাকা। যেমন; ★ কবর আলোকিত করার জন্য সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকিদা। ★ আল্লাহ পাক সম্পর্কে ★ তাঁর রাসূলদের সম্পর্কে ★ সাহাবা ও আহলে বাইত সম্পর্কে ★ আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে আমাদের আকিদা একেবারে সঠিক এবং কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে। ★ এর পাশাপাশি আমরা নেক কাজও করতে থাকা ★ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো, মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস করা ★ যত ফরয ও ওয়াজিব রয়েছে, তার উপর আমল করা ★ যাকাত ফরয হলে আদায় করা ★ রোযা রাখা ★ মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা ★ কুরআনে করীমের তিলাওয়াত অধিকহারে করা ★ অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া ★ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা। এছাড়া আরও

যেসব নেক কাজ রয়েছে, সেগুলোতে মন লাগিয়ে রাখা, اِنْ شَآءَ الله কবরের আযাব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সদকা কবর আলোকিত করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরের অন্ধকারকে আলোতে এবং কবরের ভয়কে শান্তি ও স্বস্তিতে পরিণত করার একটি নেক আমল আল্লাহ পাকের পথে সদকা করাও। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَلٰى اَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই সদকাকারীর সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচায় وَ اِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে।

(শুয়াবুল ঈমান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা:২১২, হাদীস: ৩৩৪৭)

অতএব সদকা দেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। সদকা দেওয়ার অনেক ফযিলত রয়েছে: ★ সদকা মন্দের ৭০টি দরজা বন্ধ করে ★ সদকাকারী কিয়ামতের দিন নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে ★ সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচায় ★ সদকা গুনাহগুলোকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেমন; পানি আগুন নিভিয়ে দেয় ★ সদকা বিপদ-আপদকে আটকায় ★ সদকা আয়ু বৃদ্ধি করে ★ সদকা মন্দ মৃত্যু এবং মন্দ পরিণাম থেকে বাঁচায় ★ সদকা আল্লাহ পাকের গযবকে প্রশমিত করে ★ সদকা রিযিকে বরকত এবং সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যম হয় ★ সদকা দরিদ্রতা ও অভাব দূর করে। **(সদকা কে ইনাম, পৃষ্ঠা: ১৭ থেকে ১৯)** মোটকথা! সদকা অনেকগুলো কল্যাণের দরজা খুলে দেয় এবং অনেক মন্দের দরজা বন্ধ করে দেয়। অতএব আমাদের অধিকহারে সদকা ও খয়রাত দিয়ে নিজের কবর ও আখিরাতের কল্যাণের ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুদানের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বজুড়ে নেকির দাওয়াত প্রচারকারী আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন। আল্লাহ পাকের দয়ায় ★ দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে (Departments) দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে ★ দাওয়াতে ইসলামী এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মসজিদ, শত শত ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) তৈরি করেছে ★ ছেলে ও মেয়েদের (Boys & Girls) আলাদা আলাদা কুরআন শিক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে প্রায় ১২,৬৯৯টি মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭২৯ জন ছেলে ও মেয়েকে কুরআনে করীম হিফয ও নাজেরার বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে (দ্রষ্টব্য: এই রিপোর্টে মাদরাসাতুল মদীনা শর্ট টাইম বয়েজ, গার্লসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) ★ ইলমে দ্বীনের প্রচারের (আলিম ও আলিমা কোর্স করানোর) জন্য আলাদা আলাদা জামিয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ জামিয়াতুল মদীনা (Boys & Girls) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দরসে নেযামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) বিনামূল্যে করানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজার ২১১ জন ছাত্র-ছাত্রী আলিম ও আলিমা কোর্স সম্পন্ন করেছে। ★ শরয়ী নির্দেশনার জন্য মুর্শিদের দেশজুড়ে ১৭টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মুফতিয়ানে কিরাম উম্মতের শরয়ী নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন, এখানে বছরে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার প্রশ্নের বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন; সরাসরি, ফোনের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেইল ইত্যাদিতে) উত্তর দেওয়া হয়। এবং

★ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Center) এ বিভিন্ন বিষয়ে ৯৩২টি দ্বীনি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে ★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল বর্তমানে ৩টি ভাষায় বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষায় চলছে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় (Local Language) শর্ট ক্লিপস ডাবিং (Dubbing) করে চালানো হয়। শিশুদের জন্য কিডস মাদানী চ্যানেল (Kids Madani Channel) এর মাধ্যমে দ্বীনি প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনিও দ্বীনের খেদমতের এই কাজে নিজের অংশ অন্তর্ভুক্ত করুন! আপনার দান ও অনুদান দাওয়াতে ইসলামীকে প্রদান করুন, আপনার দানকৃত অর্থ যেকোনো অনুমোদিত, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, মানবকল্যাণ, আধ্যাত্মিক, পরোপকারী, দাতব্য, আয় বৃদ্ধিকারী বৈধ ও নিরাপদ কাজে ব্যবহার করা হবে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

(পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমাদের কী হলো যে, আল্লাহ এর পথে ব্যয় করছোনা? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে সবকিছুর ‘ওয়ারিশ’ (মালিক) আল্লাহই।

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: তোমরা কী কারণে আল্লাহ পাকের পথে খরচ করছ না অথচ আসমান ও জমিন সবকিছুর মালিক আল্লাহ পাকই, তিনিই চিরস্থায়ী, অথচ তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদের সম্পদ তাঁরই মালিকানায় রয়ে যাবে এবং

তোমাদের খরচ না করার কারণে সাওয়াবও পাবে না, তোমাদের জন্য উত্তম এটাই যে, তোমরা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ পাকের পথে খরচ করে দাও, যাতে এর বিনিময়ে সাওয়াব পেতে পারো।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ২৭, সূরা হাদীদ, ১০নং আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৭২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد